এ থেকে সংশ্লিষ্টদের শিক্ষাগ্রহণ জরুরি

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০২

অবশেষে ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতা সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী তাদের পদ হারিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের এই দুই নেতার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। বলা হতো উভয়ের বিত্তবৈভব বেড়েই চলেছিল এবং তাদের চালচলনও ছাত্রনেতার ভূমিকার সঙ্গে মানানসই ছিল না। সাধারণ ছাত্রদের অভিযোগ ছিলÑ তারা দুপুরে ঘুম থেকে উঠত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ডারের ভাগ নিত, মধুর ক্যান্টিনে তাদের যাতায়াত ছিল কম, ব্যস্ততা ছিল নিজেদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে তাদের চলাফেরা ও ভূমিকা নিয়ে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল। সর্বশেষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়ের উন্নয়ন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ডাকসু নির্বাচনে পরাজয়, ছাত্রলীগের নামে বিতর্কিত অনুষ্ঠান ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের তাতে আমন্ত্রণ ইত্যাদি মিলিয়ে তাদের ভাবমূর্তি নেতিবাচক হয়ে পড়েছিল। ফলে পরবর্তী সম্মেলনের মাত্র তিন মাস আগে প্রধানমন্ত্রী ও ছাত্রলীগের প্রধান উপদেষ্টা সংগঠনটির শীর্ষ দুই নেতাকেই পদত্যাগে বাধ্য করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নতুন দুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

advertisement

বহুদিন ধরেই ছাত্র রাজনীতির মূল দুটি দলের নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি ও অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অভিযোগই বেশি। সাধারণ মানুষ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যেও এ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই এসব কর্মকা- ছাত্রলীগ মূল দলের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

তবে সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে, কেবল দুজন ব্যক্তির অপসারণে ছাত্রলীগ সঠিক পথে ফিরবে বলে মনে হয় না। কেননা অবৈধ অর্থ ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার দলের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। বহুদিন ধরেই সংগঠনটি ছাত্রদের দাবি-দাওয়া এবং জাতীয় ইস্যুতে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে নেই। বিগত ডাকসু নির্বাচনে এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। কিন্তু এ বিপর্যয় থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে বলেও মনে হয় না। ফলে প্রধানমন্ত্রীকে শীর্ষ দুই নেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও ছাত্রলীগে ব্যাপক শুদ্ধি অভিযানে নামতে হবে। সেই সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচন সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মকা- এবং সামগ্রিক ভূমিকা নিয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা দরকার। এটি এখনই তৈরি করে মেনে চলার নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পৌঁছানো দরকার। তা হলেই এই কড়া ব্যবস্থার সুফল পাওয়া যাবে।